শ্রীরামচন্দ্র মিশন
ভারতের সংবাদপত্র

জানুয়ারী ২০০৮ | কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত | প্রথম সংখ্যা

প্রিয় ভাই-বোনেরা,

প্রণাম। SRCM-এর ভারত থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের প্রথম সংখ্যায় আপনাদের স্বাগত জানাই। গুরুদেবের ভ্রমণ ও মিশনের আন্তঃদেশীয় কার্যসূচী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এই সংবাদপত্রের মাধ্যমে সর্বসমক্ষে তুলে ধরতে আমরা প্রয়াসী।

দু-মাসে একবার এই সংবাদপত্র প্রকাশ করা হবে। ইংরেজী, হিন্দি, তামিল, তেলেগু, কানাড়া, মালায়ালাম, বাংলা, গুজরাটি ও মারাঠি ভাষায় তা নিয়মিত প্রকাশিত হবে। অভ্যাসীরা তাঁদের পছন্দমত ভাষায় এই সংবাদপত্রের গ্রাহক হতে পারেন। গ্রাহক হতে ইচ্ছুক সব অভ্যাসীকেই এই সংবাদপত্র ই-মেলে পাঠানোর ব্যবস্থা রয়েছে। SRCM-ওয়েব সাইটে এই বিষয়ে (www.srcm.org) বিশদভাবে উল্লেখ করা আছে।

ভারতের যে কোনও কেন্দ্র থেকে সংবাদ ও লেখা in.newsletter@srcm.org-এ পাঠানো যেতে পারে। এ-ক্ষেত্রে (Zone-in-charge)-এর অনুমোদন আবশ্যক। আগামী মার্চ-সংখ্যার জন্য ২০ ফেব্রুয়ারী ২০০৮-এর মধ্যে লেখা বা সংবাদ পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

গুরুদেবের আশীর্বাদ সম্পৃক্ত নতুন বছরের শুভকামনা রইল।

সম্পাদক মণ্ডলী

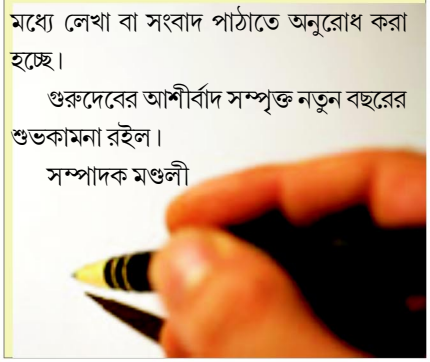

পূজনীয় গুরুদেবের ইউরোপ পরিক্রমা — (৫ ডিসেম্বর থেকে ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮)

৫ই ডিসেম্বর ২০০৭। গুরুদেব ব্রাসেল ও বেলজিয়ামের উদ্দেশ্যে চেন্নাই থেকে রওনা হলেন। অন্ততঃ ৩০ জন অভ্যাসী তাঁর সফর সঙ্গী। গন্তব্যে পৌঁছানোর পর সকাল ৯-৩০ থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত গুরুদেব হোটেলের লবিতে অপেক্ষমান। এ যেন আমাদেরকে তিনি সেই ধৈর্য্য ও সহনশীলতার প্রশিক্ষণ দিলেন।

৬ ডিসেম্বর গুরুদেব প্যারিস অভিমুখে রওনা হলেন। সেখানে প্রায় হাজার খানেক অভ্যাসী তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন। গুরুদেব আইফেল-টাওয়ারের কাছে এক স্থানীয় অভ্যাসীর বাড়িতে অবস্থান করেন, ঠিক বাবুজী যেমন তাঁর প্যারিস পরিদর্শনের সময় করেছিলেন। এরপর ১৫ ডিসেম্বর তিনি সোজা ভ্রাদস্ (Vrads)-এ চলে যান এবং এগারো দিন সেখানে থাকেন। ভ্রাদসে প্রায় ষোলটি দেশের ন'শ জন অভ্যাসীর সমাগম হয়। বরফে ঢাকা সাদা মাঠ, আনন্দ-মুখর পরিবেশ— সবমিলিয়ে গুরুদেবের এই বড়দিন সফরের বাতাবরণে যেন এক উৎসবের ছোঁয়া। কিছু অভ্যাসী কাছেই এক থিয়েটার হলে 'দি গোল্ডেন কম্পাস' দেখার জন্য গুরুদেবের সঙ্গী হলেন। গুরুদেব ঘোষণা করলেন, বাবুজী মহারাজের জন্মদিন উদ্‌যাপনের জন্য তিনি ক্লিভল্যাণ্ড ও আমেরিকা যেতে পারেন।

২৬ ডিসেম্বর ভ্রাদ্‌সের অভ্যাসীদের প্রেমসিক্ত বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে গুরুদেব ব্রিমেনের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। উত্তর জার্মানির ছোট্ট-শহর — ব্রিমেন। আশে-পাশের নানা কেন্দ্র থেকে অনেক অভ্যাসী ব্রিমেনের সন্ধ্যায় গুরুদেবের সান্নিধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

গুরুদেব নানা-বিষয়ে সকলের সঙ্গে কথা বলেন। অন্তর দিয়ে কথা বলার প্রসঙ্গে গুরুদেব বলেন, "জার্মানরা সত্যের পূজারী। আমার গুরুদেব আমাকে শিখিয়েছেন যে, যেখানেই যাবে, সেখানেই কিছু দিয়ে আসবে। তাই যখন আমি সত্যি কথা বলি, তখন তা তোমাদের কাছে থেকে যাবে ..... এবং একদিন তা তোমার চিন্তায় স্থান পাবে। তাই আমাদের অবশ্যই একে অপরের সঙ্গে অন্তর দিয়ে কথা বলা উচিত,..... শুধু নিজেদের মধ্যে নয়, বরং যার সঙ্গে দেখা হবে তার সঙ্গেই অন্তর দিয়ে কথা বলা উচিত।"

২৭ ডিসেম্বর সকালে গুরুদেব ব্রাসেলস অভিমুখে রওনা হলেন এবং ২৯ ডিসেম্বর রাতে চেন্নাই ফিরে আসেন। গুরুদেবের সঙ্গে ভ্রমণরত অভ্যাসীদের এ ছিল এক নৈর্ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা। অভ্যাসীদের প্রতি পূর্ণ প্রেমের এক নিঃস্বার্থ হৃদয়সঞ্জাত অভিব্যক্তি। প্রকৃত অর্থে তিনি আমাদের হৃদয়কে কাজে লাগাতে বলেছেন; হৃদয় দিয়ে চিন্তা করা, লোকের সঙ্গে হৃদয় দিয়ে কথা বলা, এবং সত্যের জন্য মাথা উঁচু করে চলা।

শ্রী এম. এম. ধানুমূর্তি, তিরুপ্পুর

মানাপাক্কামে নতুন বছর উদ্‌যাপন

৩০ ডিসেম্বর ২০০৭। গুরুদেব ব্রাসেল থেকে ভোর ২-১৫ মিনিটে চেন্নাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান। সেখানে প্রায় ৪০০ অভ্যাসী তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। গুরুদেবকে বেশ প্রাণবন্ত দেখাচ্ছিল। বিমানবন্দরে জমায়েত অভ্যাসীদের সম্ভাষণ গ্রহণ করতেও তিনি বেশ কিছু সময় ব্যয় করলেন। এরপর তিনি সোজা বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রমে চলে যান। সেখানেও, তাঁর সঙ্গে নতুন বছর অতিবাহিত করতে আসা বিপুল সংখ্যক অভ্যাসীর দল অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি তাদেরও প্রেমসিক্ত সম্ভাষণ গ্রহণ করেন।

বিমানে দীর্ঘপথ পরিক্রমা ও শেষ রাতে চেন্নাই পৌঁছানো সত্বেও গুরুদেব রবিবার সকালের সৎসঙ্গ পরিচালনা করার জন্য একেবারে তৈরী। প্রায় ৩০০০ অভ্যাসী ধ্যানকক্ষে উপস্থিত ছিলেন। এরপর সারাদিন গুরুদেব ব্যস্ততার মধ্যে কাটান। নতুন প্রশিক্ষক তৈরী করা, প্রশাসনিক কাজকর্মে অংশ নেওয়া ইত্যাদি যাবতীয় কাজ। ৩১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় তিনি গল্‌ফ কার্টে চড়ে আশ্রম পরিক্রমা করেন।

১ জানুয়ারী সকাল। প্রায় ৫০০০ অভ্যাসীর উপস্থিতিতে গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। সন্ধ্যায় তাঁর কুটিরের বাইরে বাবুজী মহারাজের প্রতিকৃতির সামনে কতক "নীরব মূহুর্ত" অতিবাহিত করেন। যেসব অভ্যাসী গুরুদেবের সঙ্গে ২০০৮ এর নতুন বছর কাটাতে এসেছিলেন নিঃসন্দেহে তাঁদের এই বিশেষ মূহুর্ত তাঁর প্রেমসিক্ত আধ্যাত্মিক সুধায় ধন্য। মনে হচ্ছিল, তাঁর সেই প্রেমসিক্ত আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল যেন উপর থেকে মানাপাক্কাম আশ্রমে নেমে এসে সমগ্র পরিবেশকে আপ্লুত করে তুলেছে।

সহজমার্গ সন্দেশ থেকে গৃহীত

গুরুদেবের নতুন বছরের সন্দেশ

"তোমাদের আধ্যাত্মিক প্রগতি যারপরনাই সুনিশ্চিত হোক"

হি, দ্য হুক্কা এন্ড আই-পুস্তকের গ্রাহকভূক্তি

এই বিশেষ প্রকাশনার জন্য অসংখ্য অনুরোধের ভিত্তিতে পূজনীয় গুরুদেব, বইয়ের গ্রাহকভুক্তির সুযোগ চালু রাখার অনুমতি দিয়েছেন। আগ্রহী অভ্যাসীরা তাঁদের ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ই-মেলে নীচের ঠিকানায় গ্রাহক হতে পারেন ঃ

https//www.srcm.org/onlinebookstore/selectCountryFor Subscriptions.jsp

এই বই হিন্দি ও তামিল ভাষাতেও প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যাতে ঐসব ভাষার অভ্যাসীরা উপকৃত হতে পারেন। ২৯ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে গ্রাহক হলে ২০০ টাকা জমা দিতে হবে, অন্যথায় ১ মার্চ থেকে এ বাবদ ৩০০ টাকা ধার্য করা হবে। অভ্যাসীদের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন অগ্রিম বুকিং করে ব্যবস্থাপকদের সহায়তা করেন। অভ্যাসীরা প্রকাশনা সহায়ক / কেন্দ্রের কর্মাধ্যক্ষের (CIC) সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারেন।

সেবা

প্রেম করার চেয়ে সেবা করা সহজ, প্রেম করা কষ্টকর। কিন্তু সেবা করা খুব সোজা। হৃদয় দিয়ে কারও জন্য সেবা করো, দেখবে আপনা আপনি তার প্রেম ও কৃতজ্ঞতার পাত্র হয়ে যাবে, আর তাঁর যা কিছু দেবার অছে, তা তিনি দিয়ে দেবেন।

হার্ট টু হার্ট, ২য় খণ্ড, প্রশ্ন-উত্তর - পৃঃ ১৬২

পূজ্য বাবুজী মহারাজের ১০৯তম জন্ম শতবার্ষিকী, ২০০৮

পূজ্য বাবুজী মহারাজের ১০৯তম জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে পূজনীয় গুরুদেব আমেরিকার ওহিও, ক্লিভল্যান্ডে এক আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছেন। সমাবেশের স্থান ক্লিভল্যান্ড ফেয়ার গ্রাউন্ড। প্রায় ১০০ একরের সুদৃশ্য অঞ্চল— যেখানে অন্ততঃ ১০০০০ লোক অংশ নিতে পারে। শ্রদ্ধেয় গুরুদেব বিশ্বের সব অভ্যাসীদের এই আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রে অংশ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ২৮ এপ্রিল থেকে ১ মে ২০০৮ পর্যন্ত এই আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হবে। এবিষয়ে বিশদ বিবরণ ই-মেল যোগে বিশ্বের সব কেন্দ্রে ২০০৮-এর জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া হবে।

বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রমে নবম "যুব কার্যক্রম"

নবম "যুব-কার্যক্রম" আগামী ১ এপ্রিল থেকে ৩০ জুন ২০০৮ পর্যন্ত বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রম, মানাপাক্কাম, চেন্নাই-তে অনুষ্ঠিত হবে। সহজ মার্গের যুবক গোষ্টিকে আশ্রম পরিচালনার নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়াই এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য।

কর্মসূচীর মূল বৈশিষ্ট্য ঃ

- আশ্রম রক্ষণাবেক্ষণের ও সহজ মার্গের সব বিষয় বিশদ প্রশিক্ষণ দেওয়া।
- অংশ গ্রহণকারী অভ্যাসীদের প্রশিক্ষণ চলাকালীন আশ্রমে বিনা খরচে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

প্রশক্ষিণ কর্মসূচীতে যোগদানের যোগ্যতা ঃ

- ২০ থেকে ৪০ বছর বয়সের যে কোনও অভ্যাসী ভারতের যেকোনও কেন্দ্র থেকে আসতে পারে।
- আবেদন পত্র পেশ করার সময় অভ্যাসীর ২ বছর সহজ মার্গ পদ্ধতিতে সাধনার অনুশীলন থাকা উচিত।
- অন্ততঃ একটি বা দুটি ভাণ্ডারাতে / উৎসবে যোগদান করে থাকতে হবে।
- ZIC, CIC বা দায়িত্বাধীন প্রশিক্ষকের কাছ থেকে আচরণ বিধির প্রশংসা পত্র থাকতে হবে।
- প্রশিক্ষণ চলাকালীন থাকা-খাওয়া ব্যতীত অন্য কোনরকম সহায়তার প্রত্যাশা না থাকা বাঞ্চনীয়। অবশ্যই পর্যাপ্ত জামা-কাপড় ও হাতখরচের টাকা নিজের সঙ্গে রাখা উচিত।
- যথোপযুক্ত নিয়মানুবর্তীতা ও কর্মসূচীর পুরো মেয়াদ অংশ নেবার মত মানসিকতা থাকা আবশ্যক। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যারা যোগ্যভাবে উত্তীর্ণ হতে পারবে, তাদের মানপাক্কাম আশ্রমে এবং ভারতের যে কোনও অঞ্চলের আশ্রমে কর্মী হিসাবে কাজ করার যোগ্য বলে গণ্য করা হবে।

কেবলমাত্র ইংরাজী ভাষায় প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হবে। আগ্রহী অভ্যাসী ভাই-বোনেদের নিজ নিজ কেন্দ্রের ZIC/CIC দায়িত্বাধীন প্রশিক্ষকের মাধ্যমে দরখাস্ত পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। নির্বাচিত পদপ্রার্থীকে ই-মেল /ডাকযোগে/ ফোনে জানানো হবে। আবেদনপত্র বয়ান নীচের সংযোগসূত্রে পাওয়া যাবে ঃ

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা ঃ

S. Prakash-Ashram Maintenance Manager, Babuji Memorial Ashram,
Shri Ram Chandra Mission Road, manapakkam, CHENNAI - 600116.
Ph.: 91 44 42171111 / 91 986400-96454
prakash@seechangeworld.com

এস. আর. সি. এম.

ভারতের সংবাদপত্র

অঞ্চল পরিক্রমা

জানুয়ারী ২০০৮ | কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত | প্রথম সংখ্যা

VBSE কার্যক্রম

তামিলনাড়ুর অমরাবতী নগরের সৈনিক স্কুলের অধ্যক্ষ ও একজন প্রাক্তন ছাত্রের অনুরোধে ১৫,১৬ ডিসেম্বর ২০০৭ দুদিন ব্যাপী মূল্যবোধ ভিত্তিক আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

স্কুল ক্যা ম্পাসের মধ্যে কর্মরত নার্সারী, প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার প্রায় ৫০ জন শিক্ষক ঐ প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নেন। স্কুলের অধ্যক্ষ কর্নেল জে. এইচ. স্যামুয়েল অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। তাঁর মত এ হেন প্রশিক্ষণ শিবির যে কোনও স্কুলের ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী। আমাদের কাছে তাঁর অনুরোধ ছিল চিরাচরিত প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার সিলেবাস এবং পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত মূল্যবোধের প্রসঙ্গে না গিয়ে বরং মোটিভেশন, লিডারশিপ, ষ্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট এবং তরুণ প্রজন্মের মার্বিক রূপদান প্রসঙ্গে আলোকপাত করা।

শিক্ষকদের জন্য আমাদের কিছু ব্যবহারিক কার্যক্রম, উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। লেঃ কর্নেল বীর সিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক অনুষ্ঠান শেষের ভাষণে শুভ কামনা জ্ঞাপন করেন। রেজিষ্ট্রার স্কোয়াড্রন লিডার এ. সঞ্জয় পাটিল ঐ দুই দিনই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে "মনের নিয়ন্ত্রণ" ও সহজ মার্গ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। অধ্যক্ষ মহাশয় আগামী বছরের গোড়ায় "ওপেন হাউস" করার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেন।

ভগিনি সীতা কুঞ্চিথাপাদম, চেন্নাই

প্রশিক্ষণ শিবির — মুজাফ্ফরপুর

৮ ডিসেম্বর ২০০৭। মুজফ্ফরপুরে কেন্দ্রে এক বুনিয়াদি অভ্যাসী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছিল। বিহার ও ঝাড়খন্ড অঞ্চলের প্রায় ৬০ জন অভ্যাসী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু SMRTI নির্দেশিত বিষয়ের উপর নির্ধারিত ছিল। সমগ্র অনুষ্ঠান ভ্রাতৃপ্রতিম ডঃ জি.এম. ভাটনগর এবং মনোজ তিওয়ারীর তত্বাবধানে সম্পন্ন হয়।

সাধনা সংক্রান্ত বিষয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে সেখানে আলোচনা হয়। অংশগ্রহণকারী অভ্যাসীরা বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের মতামত প্রকাশ করেন এবং প্রত্যেক বিষয়ের এক স্বচ্ছ ধারণা আহরণ করতে সক্ষম হন। কুইজ ও প্রাঞ্জল পরিবেশনার মাধ্যমে প্রতিটি বিষয় যেমন প্রাণবন্ত রূপ পরিগ্রহ করে তেমন তথ্য সম্বলিত হওয়ায় তা সহজমার্গকে সম্যক উপলব্ধি করতে সহায়ক হয়।

সন্ধ্যায় আয়োজিত এক মুক্ত আলোচনা চক্রে প্রায় ৩০ জন অতিথি উপস্থিতি ছিলেন। সেখানে সহজ মার্গের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশ্নত্তোর ও আলোচনা হয়।

৯ ডিসেম্বর, ভ্রাতৃপ্রতিম বিজয় কুমারের তত্বাবধানে এক যুব-প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল তরুণ অভ্যাসীদের হৃদয়ে উৎসাহ সঞ্চার করে মিশনের কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা যাতে তারা এই দ্রুত প্রগতিশীল সংস্থায় কাজ করতে সক্ষম হয় এবং সর্বোপরি এক সুযোগ্য অভ্যাসীতে পরিণত হতে পারে।

প্রথম অধ্যায় ছিল "গুরুদেব তরুণদের কাছে কি আশা করেন?" "সাধনার ক্ষেত্রে তরুণেরা কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয়"— ইত্যাদি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ছিল— "তরুণদের জন্য প্রদত্ত পথ নির্দেশ ও তা কার্যকর করা"— ভ্রাতৃপ্রতিম অজয় কুমার এ বিষয়ে আলোকপাত করেন এবং ভ্রাতৃপ্রতিম ব্রজেশ বার্ণওয়ালের "তরুণদের জন্য নির্ধারিত সাহিত্যসূচী"— যারপরনাই উল্লেখযোগ্য। দিনের শেষে এক সমষ্টিগত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয় যার বিষয়বস্তু ছিল— "এই প্রশিক্ষণের পর আমরা নিজেদের অভ্যাসের ক্ষেত্রে কি করতে পারি এবং নিজেদের

কেন্দ্রের জন্য কি কি করতে পারি?" আলোচনার পর প্রত্যের গ্রুপের প্রতিনিধিরা নিজেদের মতামত সংক্ষেপে তুলে ধরেন।

সবশেষে মুজাফ্ফরপুর কেন্দ্রের শিশুরা এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

অভ্যাসীরা এও উপলব্ধি করেন যে এ ধরণের অনুষ্ঠান মাঝে মাঝে হওয়া উচিত কারণ তা সাধনার ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক।

মুক্ত আলোচনা চক্র — অন্ধ্রপ্রদেশ

ছোট-খাটো জমায়েত এবং মুক্ত আলোচনা চক্র আয়োজনের উৎসাহ সবসময় দেওয়া হয় এই জন্য যে, তা বিভিন্ন কেন্দ্রে মিশনের প্রগতিতে সাহায্য করে।

২৩ আগষ্ট ২০০৭-এ ভঙ্গির কেন্দ্রে এক মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়েছিল। গত বছরের প্রথম দিকে এই কেন্দ্র গড়ে ওঠে এবং আজ প্রায় একশ জন সক্রিয় অভ্যাসী সেখানে আছেন। হায়েদ্রাবাদ থেকে আগত প্রশিক্ষকগণ ও ভ্রাতৃপ্রতিম বিক্শাম এই আলোচনা চক্র পরিচালনা করেন। সেখানে প্রায় ২০০ লোক সমাগম হয়, যার মধ্যে ২০ জন সাধনা শুরু করার প্রথম সিটিং নেন। ভাবতেও অবাক লাগে যে গত একবছর আগেও এখানে একজনও অভ্যাসী ছিল না।

এছাড়াও আরও অনেক মুক্ত আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যেমন, নাগার্জুন নগরে, বাপাটিয়া কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও কর্মীদের মধ্যে, মাইদার্কুর গৃহ-বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজে, কাডাপ্পা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কর্মীও ছাত্রদের মধ্যে, প্রভিডেন্ট ফান্ড অফিসে, প্রদ্দুতরে প্রভিডেন্ট ফান্ড অফিসে, এবং হায়েদ্রাবাদের HAL-এর কর্মীদের মধ্যে এবং BHEL-এর স্নাতক কলেজের ছাত্রদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

এস. আর. সি. এম.

ভারতের সংবাদপত্র

অঞ্চল পরিক্রমা

জানুয়ারী ২০০৮ | কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত | প্রথম সংখ্যা

সেবার মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জন করো

গত ৩ ও ৪ নভেম্বর ২০০৭ মাইশোরে দুদিনের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল 'সেবাই' আধ্যাত্মিক প্রগতি ত্বরান্বিত করার সুনিশ্চিত পথ তা সকলের মধ্যে প্রচার করা। আর একমাত্র সেবার মাধ্যমেই একজন তাঁর দিব্য করুণা ধন্য হয়ে উঠতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করা হয় ঃ-

- সেবার প্রয়োজন বুঝতে শেখা এবং কাজ সংক্রান্ত বিভিন্ন দিকগুলোকে সমাদর করা।
- সেবার ক্ষেত্রে 'দলগত ভূমিকা'-র গুরুত্ব উপলব্ধি করা।
- মিশনের বর্তমান সুযোগগুলোকে বুঝে নিয়ে তাতে যোগদানের উপায় নির্ধারণ করা।

মাইশোর, হুসুর, কে. আর. নগর, নাজানগুড, কোলিগাল, হানুর, চামরাজনগর, টি. নরসিপুর প্রভৃতি কেন্দ্র থেকে প্রায় ১২৫ জন অভ্যাসী এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। বাঙ্গালুরু ও মাইশোরের অভিজ্ঞ প্রতিনিধিরা এই প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠান সৎসঙ্গ দিয়ে শুরু হয় এবং পরে অংশগ্রহণকারীদের অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়। এরপর, কাজের ক্ষেত্রে দলগত উপযোগিতার উপর অভ্যাসীদের একসঙ্গে আলোচনা করে ঐ বিষয়ের উপর মনন করতে বলা হয়। নানারকম সংলাপি ক্রীড়ার মাধ্যমে শেখানোর প্রক্রিয়াকে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়। এর ফলে অংশগ্রহণকারীরা একদিকে যেমন কাজের ক্ষেত্রে নিহিত প্রক্রিয়া, দলগত কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হল, অন্যদিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং তা কাটিয়ে ওঠার উপায় নির্ধারণেরও পথ খুঁজে পেতে শিখল।

দ্বিতীয় দিনের আলোচনায় কাজের প্রয়োজনীয়তা ও সেই সংক্রান্ত বিভিন্ন দিকে তুলে ধরা হয়। যেমন, স্বেচ্ছাসেবকদের মানসিকতা, কাজের ক্ষেত্রে নৈতিকতা, স্বেচ্ছাসেবকদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষকদের ভূমিকা। এই আলোচনায় প্রত্যেক দলের প্রতিনিধিরা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থাপন করেন।

দিনের শেষে, গুরু, মিশন ও পদ্ধতির উপর এক কুইজ প্রতিযোগিতা অভ্যাসীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। সেই সঙ্গে মিশনের নানান কার্যকলাপ যেমন, প্রশিক্ষণ কার্যসূচী, মুক্ত আলোচনা চক্র, VBSE কার্যক্রম এবং সারাদিন ব্যাপী মিশনের অনুষ্ঠানের (Full day programs) গুরুত্বের উপর আলোকপাত করা হয়। সান্ধ্যকালীন সৎসঙ্গ-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

ডাঃ কৃষ্ণমূর্তি, ব্যাঙ্গালুরু

বালকেন্দ্র — বাঙ্গালুরু

"শিশুরা পারিবারিক সখ্যতা, শান্তি ও আশীর্বাদ পুষ্টির এক সুন্দর প্রতিনিধি। হাসি ও আলোক— আমাদের জীবনের এই দুই অতি প্রয়োজনীয় উপাদান শিশুরা বয়ে নিয়ে আসে। যে পরিবারে তারা জন্মেছে শুধু তাদের নয়, বরং শিশুরা সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যতের প্রতিনিধিত্বের এক প্রতিভূ। তাদেরকে গড়ে তোলার মাধ্যমে আমরা আগামী দিনের মানবজাতির এক সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ রচনা করি।" — **শ্রী পি. রাজগোপালাচারী।**

বাঙ্গালুরুর বালকেন্দ্র শিশুদের মধ্যে এক ঐকতার পরিবেশ গড়ে তুলতে প্রয়াসী এবং রবিবারের সৎসঙ্গ-এ অংশগ্রহণকারী অভিভাবকদের বাচ্চারা যে সযত্নে পরিচালিত হচ্ছে সে দৃষ্টান্তও তুলে ধরছে।

রবিবারের জন্য একজন কো-অর্ডিনেটরের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবক দল গড়ে তুলে তা কার্যকরী করার উদ্যোগ চলছে। স্বেচ্ছাসেবীর কার্যসূচীর তালিকা প্রতি তিনমাস অন্তর প্রকাশ করা হবে। এ ব্যাপারে কো-অর্ডিনেটরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। তিনি তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কর্মসূচী রূপায়নের পরিকল্পনা করবেন। স্বেচ্ছাসেবকরা যাতে শিশুদের কাছে একজন 'রোল মডেল' হিসেবে পরিগণিত হতে পারেন সে ব্যাপারে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

এই কার্যক্রম শিশুদের দৃষ্টি বেশ "আকর্ষণ করতে পেরেছে। নানা ধরণের বিষয় যেমন, গল্পবলা, পুতুল বানানো, পুতুল নাচ, হস্তশিল্প, অভিনয়, গান, আঁকা-সবমিলিয়ে এক বর্ণাঢ্য পরিবেশনা। কো-অর্ডিনেটররা নতুন নতুন চিন্তার উদ্ভাবনীতে মাতোয়ারা এবং তারা প্রথমত ৮-১০ সপ্তাহ এভাবে কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। তাদের প্রাক-পরিকল্পনায় সময়ানুগ পরিবর্তনের সুযোগ থাকবে। স্বেচ্ছাসেবকরা নিরমিত সৎসঙ্গ এ যোগ দিতে সক্ষম হবে। এর ফলে তারা কাজের সঙ্গে অতিরিক্ত জড়িয়ে যাবার বিপদ থেকে অব্যাহতি পাবে। যারা প্রাথমিক পর্যায়ের সমস্যার মুখোমুখি হয়ে এবং তা সমাধান করতে সক্ষম হয়েছেন তারা এখন পরবর্তী ধাপের কাজে হাত দেবার মত আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছেন।

স্বেচ্ছাসেবীদের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা ঐকতার বাতাবরণে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক অভিভাবক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। যদিও প্রাথমিক সমস্যা অনেক, তবুও স্বেচ্ছাসেবীদের এমনকি যারা আশ্রম থেকে এসেছেন, তাদের ধৈর্য্য, সবরকম সমস্যা দ্রুত নিরসন করতে সক্ষম হয়েছে, এমনকি ভবিষ্যতেও যাতে তার পুনরাবৃত্তি না হয় সে পথও সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

ভ্রাতৃপ্রতিম. প্রভাকর রাভুরী, বাঙ্গালুরু

অভ্যাসী প্রশিক্ষণ — ইন্দোর কেন্দ্র

২৮ থেকে ৩০ ডিসেম্বর ২০০৭-এ ইন্দোর কেন্দ্রে আবাসিক অভ্যাসীদের জন্য এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী নেওয়া হয়। মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে আসা প্রায় ৯০ শতাংশ অভ্যাসী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অবস্থান করেন। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নানা বিষয়ে সম্পৃক্ত ছিল; যেমন— রোজকার সাধনা, সহজ মার্গ সাধনার বিষয়ে কতক আলোচনা, সমষ্টিগত আলোচনা চক্র, প্রশ্ন-উত্তর পর্ব এবং মিশনের সাহিত্য পাঠ।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গুরুদেবের নির্দেশিত পথে সাধনা করার জন্য মূলতঃ জোর দেওয়া হয়েছে।

এর ফলে সাধনার পূর্ণ উদ্যম ও নিয়মানুগ নিষ্ঠা ফিরিয়ে আনার লক্ষণ প্রতিভাত হয়। শেষের দিনে অংশগ্রহণকারীরা তাদের অনুষ্ঠানের দিনগুলোর অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠান চলাকালীন সকলে গুরুদেবের উপস্থিতি ও করুণা বর্ষণের সম্যক উপলব্ধি করতে সমর্থ হন।

ভ্রাতৃপ্রতিম অভিনাশ করমারকর এবং ভ্রাতৃপ্রতিম রাজেশ রাজরকর, ইন্দোর।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম — গুজরাট

মাসের প্রত্যেক দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। একবার হিন্দিতে, একবার গুজরাটি ভাষায় এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এতে ২ বছরের অধিক সাধনারত অভ্যাসীরা যোগ দিতে পারবেন। এই কার্যক্রম গুজরাটের আমেদাবাদ-আদালজ-আশ্রমে কেন্দ্রীভূতভাবে পরিচালিত হয়। গুরুদেবের মতে এর উদ্দেশ্য হল— প্রকৃত মেধার অনুসন্ধান করে তাকে যথাযথভাবে গড়ে তুলে মিশনের সম্পদে রূপান্তর করা।

সম্প্রতি গুজরাটি ভাষায় অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠান শনিবার সকাল ৮টায় শুরু হয় এবং রবিবার বিকেল ৪টায় শেষ হয়। প্রায় ৪০জন অভ্যাসী এতে অংশ নেন। পুরো কার্যক্রম এমনভাবে রচনা করা হয়েছিল যাতে উপস্থিত সকলে সাবলীলভাবে ভাবের আদান-প্রদান করে নিজেদের উপস্থাপন করতে পারে। আলোচনার বিষয় ছিল "কেন্দ্রের প্রগতিতে আমি নিজে কিভাবে অংশ নিতে পারি।" খুব প্রাণবন্ত ও উৎসাহব্যঞ্জক আলোচনায় সবাই অংশ নেন। আধ্যাত্মিক মূল্য বোধের উপর কিছু গোষ্ঠি ছোট্ট নাটিকা পরিবেশন করেন।

আরও এক পর্বে ঐ গোষ্ঠিগুলোর থেকে ব্যক্তিগতভাবেও ব্যক্তব্য পেশ করানো হয়। বক্তব্যের বিষয় ছিল— "গুরুদেবের সঙ্গে প্রথম দর্শনের পর কিভাবে তারা নিজেদের পরিবর্তন সাধন করেন।" এই বক্তৃতা চলাকালীন অনেকে গুরুদেবের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

"নতুন জিজ্ঞাসদের মধ্যে সহজমার্গের পরিচয় কিভাবে দেওয়া যায়, এবং 'নিয়মিত সাধনার গুরুত্ব'— এই ছিল আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ, যাতে গুরু, মিশন ও পদ্ধতি সম্পর্কে এক স্বচ্ছ ধারণা জন্মে। এক্ষেত্রে স্বাভাবিক জীবনধারার উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছিল যা অভ্যাসীরা অতি সহজে সম্পর্কান্বিত করতে সক্ষম হন। প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষকরা হলেন ঃ ভ্রাতৃপ্রতিম সুরেশ রাজগোপালন, তারা চৌহান, জিগনেশ সিলেট, ডাঃ বিনোদ আগারওয়াল, ডাঃ সুরেন্দ্র আগারওয়াল, হীরেন শ', ভবিন প্যাটেল, হর্ষ চৌহান, রাজেন্দ্র বাথোড, বিভা রাথোড, বিলাস ভন্ডে এবং সমিত প্যাটেল।

এই পর্বে প্রত্যেক গ্রুপকে একটা Object দিয়ে তার অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক মূল্যের উপর আলোকপাত করতে বলা হয়। শনিবারের রাতে 'ক্যাম্প-ফায়ার' পরিবেষ্টিত হয়ে, গান-অভিনয়ের মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ব বোধের এক অভূতপূর্ব পরিবেশে সকলে সামিল হন। চারদিনের সৎসঙ্গ এর প্রত্যেকটি ছিল অভূতপূর্ব। সৎসঙ্গের ফলে যে পরিবেশ গড়ে উঠেছিল তা নিঃসন্দেহে অভ্যাসীর অন্তরকে প্রস্ফুটিত হতে সহায়তা করবে। নিষ্ঠাবান অভ্যাসীদের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া এ হেন কার্যক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যারপরনাই আশাবাদী এইভেবে যে, বরোদাতে আগামী ২৪ জুলাই ২০০৯ সালের অনুষ্ঠানে আমরা যথেষ্ট দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবো।

© 2008 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved.
"Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", "SRCM", "Constant Remembrance" and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.
This message may be edited for content and is intended exclusively for the members of SRCM.
The views expressed herein are not necessarily those of SRCM.
Privacy Statement: http://www.srcm.org/members/privacypolicy.jsp